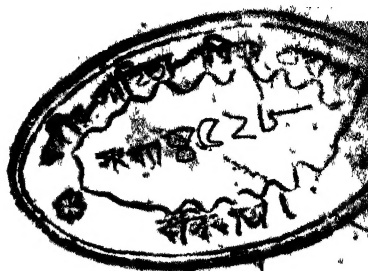








রসরত্নেশ্বর ।



শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

কর্তৃক

সংগৃহীত, বিবেচিত, পরীক্ষিত ও  
প্রকাশিত ।

বসাক

( কলিকাতা নং ৮ নিমতলা ঘাট ইন্সটিট  
হইতে প্রকাশিত । )

কলিকাতা ।

সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে  
শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক দ্বারা মুদ্রিত

নিমতলা ঘাট ইন্সটিট নং ৮ ।



## বিজ্ঞাপন ।

আমার এই রসায়ন গ্রন্থখানির ঔষধ সকল আশু  
ফলপ্রদ ও পরীক্ষিত । অন্যান্য মতের ঔষধে উপকার না  
পাইলে ইহার দ্বারা অবশ্যই উপকার পাইবেন এরূপ  
আমার বিশ্বাস, এ সকল উৎকৃষ্ট যোগ প্রায় দ্বাবিংশতি  
বৎসর হইতে সংগৃহীত । সুধারণের অপর চিকিৎসক-  
গণের উপকারার্থ প্রকাশ করিলাম । আমার এই ক্ষুদ্র  
গ্রন্থ খানি যশের কারণ ও কীর্তিপ্রদ হউক ।

এই সকল ঔষধের অনুপান আমার “অনুপানবিধি”  
নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ মুদ্রিত আছে, তাহা দেখিয়া রোগের  
অনুযায়িক অনুপান স্থির করিয়া লইবেন । ইতি ।

কলিকাতা  
নিম্নতলা ঘাট ইষ্ট্রিট নং ৮ }

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক ।

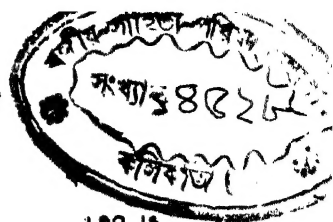


বিষ ও ধাতু আদি আমার লিখিত ব্যবস্থা মতে  
শোধন করিয়া এই সমুদায় ঔষধে প্রয়োগ করিবেন।  
অশোধিত প্রাণনাশক, নানা রোগোৎপন্ন কারক।



শোধনাদি প্রকরণ সম্বল  
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবেক ।

অকারাদি ক্রমে সূচীপত্র ।



ক	ক	ক	
কালানল রস । গুল্মে			১৩৪ ১১
কুষ্ঠানল যোগ । কুষ্ঠে			১৪৭ ১১
কালভৈরবাজ্ঞান । সন্নিপাত জ্বরে			১৩ ১২
কামরত্ন । বাজীকরণে			১৩৫ ১১
কাশ্যপবটী । বিন্দুচিকা রোগে			১৩৮ ১১
কপূর রস । উপদংশে			১৭৮ ১২
কামেশ্বর রস । ধ্বজভঞ্জে			১৮৩ ১১
করুণাময় রস । কাস ও অজীর্ণ সংযুক্ত কুইনাইনের			
আটকান জ্বরে			১৮৫ ১১

খ	খ	খ	খ	খ
খলচুড়ামণি । হৃদ্রোগে				১৩৫ ১১
গ	গ	গ	গ	গ

গোপীনাথ । মদাত্যয়ে			১২১ ১১
গঙ্গাধরযোগ । শিরোরোগে			১৫৭ ১১

ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ
ঘনঘটাস্নান । মুত্রকুণ্ঠে				১৩৬ ১১
ঘণ্টাকর্ণযোগ । রজোনিঃসারকে				১৮৪ ১১

চ	চ	চ	চ	চ
চন্দ্রশেখর বটী । রাজযক্ষ্মায়				১১৩ ১১
চন্দ্রাবলি রস । শ্বাসে				১১৫ ১১
চিন্তানল । সন্নিপাত জ্বরে				১৩ ১৩

ছ	ছ	ছ	ছ	ছ
ছিন্নমস্তা । যুক্রান্তে				১৩৭ ১১

জ	জ	জ	জ
জগন্নাথবটী । জ্বরে		-	১২ ১৩
জয়াবতী । ক্ষুদ্ররোগে			১৫২ ১৩
ঝ	ঝ	ঝ	ঝ
ঝঞ্ঝাটঘাতিনী । অশ্মরীরোগে			১৩৮ ১৩
ট	ট	ট	ট
টুন্টুকী । মুখরোগে			১৫৩ ১৩
ড	ড	ড	ড
ডামরুগুটী । সোমরোগে			১৪০ ১৫
ঢ	ঢ	ঢ	ঢ
ঢুণ্ডিরাজবটী । প্রমেহে			১৩৯ ১৮
ত	ত	ত	ত
ত্রিলোকচন্দ্র বটী । স্বরভেদে			১১৬ ১৮
তারকেশ্বর । উরুস্তম্ভে			১৩০ ১৮
ত্রিপুরভৈরবী । বিসর্প বিস্ফোটে			১৫০ ১৮
ত্রিনয়নী । নেত্ররোগে			১৫৬ ১৮
ত্রৈলোক্যবল্লভ রস			১১৩ ১২
থ	থ	থ	থ
থানেশ্বর গুটিকা । কর্ণরোগে			১৫৪ ১৮
দ	দ	দ	দ
দক্ষরাজবটী । শূলে			১৩২ ১
ধ	ধ	ধ	ধ
ধনিদর্পহারী । উদাবর্তরোগে			১৩৩ ১৮
ধনঞ্জয় বটী । অগ্রমাসরোগে			১৭৫ ১৮

ন	ন	ন	ন
মন্দানন্দ বটী । কাতরক্তে			১২৯ ১১
প	প	প	প
পূর্ণপশি । ক্রিমি রোগে			১১০ ১১
পদ্মাবতী । দাহে			১২২ ১১
প্রেমানন্দী । রসায়নে			১৩৩ ১১
প্রাণতোষিণী । স্তম্ভনে			১৩৬ ১১
প্রাণেশ্বর বটী । বিষুটিকা রোগে			১৩৮ ১১
পাণ্ডপত বটী । উদরীরোগে			১৪২ ১১
প্রভাবতী বটী । যক্ষ্মরোগে			১৭৩ ১১
প্রাণদা বটী । আয়ু, মেধা ও বলবর্দ্ধনে			১৮৬ ১১
ক	ক	ক	ক
ককীরালি । শ্বেতাল্য			১৪১ ১১
ব	ব	ব	ব
বেণীমাধব যোগ । পাণ্ডু রোগে			১১১ ১১
বজ্রযোগিনী রস । ষোণিরোগে			১৫৯ ১১
বড়বানল রস । অজীর্নে			১৬৭ ১৩
ব্রজবিহারিণী রস । উদরীরোগে			১৪২ ১৩
ভ	ভ	ভ	ভ
ভগবতী । ভগন্দরে			১৪৭ ১১
ভোলানাথী । ঘর্ম্মনিবারণে			১৩৪ ১১
ভরদ্বাজ বটী । ব্রণরোগে			১৭৬ ১১
ভৃঙ্গরাজ বটী । উপদংশরোগে			১৭৮ ১১
ভবতারিণী রস । ভ্রমরোগে			১৮২ ১১
ভীমরস । নাড়ীক্ষীণে			১৮৭ ১১

ম	ম	ম	ম
মহানন্দী রস । সন্নিপাতজ্বরে			১৩ । ১
মণিকেতু যোগ । জীর্ণ ও বিষমজ্বরে			১৪ । ১
মানিক্যাদি । জ্বরাতিসারে			১৫ । ১
মাণিকচন্দ্র রস । রক্তপিত্তরোগে			১২২ । ১
মান্নাসুন্দরী । ঘূৰ্ছা রোগে			১২০ । ১
মহামায়ামৃত রস । অপস্মার রোগে			১২৪ । ১
মদনমোহন বটী । নাসারোগে			১৫৫ । ১
মোরেশ্বর বটিকা । গুল্ম প্লীহারোগে			১৭৪ । ১
য	য	য	য
যোগ ভৈরবী । অম্পর্শবাতে			১২৬ । ১
যোগ চিন্তামণি । শ্লেষ্মারোগে			১২৭ । ১
যোগ তরঙ্গিনী । আমবাতে			১৩১ । ১
যমদগ্নি রস । হলীমকে			১৭১ । ১
যজ্ঞেশ্বর বটী । পরিণামশূলে			১৭২ । ১
যোগরাজ বটী । হিষ্কারোগে			১৮১ । ১
রাজরাজেশ্বর বটী । গ্রহণী রোগে			১৭ । ১
রাজরাজেন্দ্র বটী । হৃদি রোগে			১১৮ । ১
ল	ল	ল	ল
লক্ষ্মীনারায়ণ চূর্ণ । অর্শ রোগে			১৮ । ১
লক্ষ্মীকান্ত রস । তৃষ্ণা রোগে			১১৯ । ১
ললাটেশ্বরী । স্মৃতিকায়			১৩০ । ১
শ	শ	শ	শ
শ্রীরামসুন্দর বটী । প্রদরে			১৫৮ । ১
শিবচন্দ্রামৃত । পিত্তরোগে			১২৮ । ১

শীতলেশ্বরী । মন্থরিকায়	১৫১	১১
শরচ্ছত্রোদয় । পাণ্ডুশোথে	১৭০	১১
ব                      ব                      ব                      ব		
বাঁড়েশ্বর রস । উদরীরোগে	১৪২	১১
ষড়গুণজারিত রসসিন্দূর	১৭৯	১৩
স                      স                      স                      স		
স্থিরসৌদামিনী । অতিসারে	১৩	১১
সুধাকর বটী । কামলারোগে	১৩৯	১১
সিন্দূর রস । সর্বব্যাদি বিনাশকে	১৭৯	১১
স্বর্ণসিন্দূর রস	১৭৯	১২
সেকন্দর গুটী	১৮০	১১
হ                      হ                      হ                      হ		
হেমচন্দ্র রস । অগ্নিমান্দ্যে	১৯	১১
হেমাজিনী । কাসে	১১৪	১১
হীরানন্দী । বাতব্যাদিতে	১২৫	১১
হেমাদ্রি । অগ্নিপিতে	১৪৯	১১
হলাহলযোগ । বিষরোগে	১৩২	১১
হরপার্বতী রস । প্রদরে	১৫৮	১২
ক্ষ                      ক্ষ                      ক্ষ                      ক্ষ		
ক্ষেত্রপাল বটী । বিরেচকে	১১	১১
অ                      অ                      অ                      অ		
অনঙ্গমঞ্জরী । অরোচকে	১১৭	১১
অগ্নিবৈষ্ণব রস । কোষরক্তিরোগে	১৭৭	১১
ই                      ই                      ই                      ই		
ইন্দুমতি । পীহারে	১৪৩	১১

୬

# ଅକାରାଦି କ୍ରମେ ମୁଦ୍ରାପତ୍ର ।

ଇ	ଇ	ଇ	ଇ
ଇଶାନୀ । ଶୋଥେ			188 । ୧
ଓ	ଓ	ଓ	ଓ
ଓମାମୁନ୍ଦରୀ । ଅର୍ବୁଦେ			18୯ । ୩
ଋ	ଋ	ଋ	ଋ
ଋଷୀଶ୍ଵର ଯୋଗ । ଶ୍ଳୀପଦେ			18୬ । ୧

ସମାପ୍ତ ।



## সুচীপত্র ।

### বিরেচকে ॥১

ক্ষেত্রপাল বটী ।

১

### নবজ্বরে ॥২

জগন্নাথ বটী ।

১

### সন্নিপাত জ্বরে ॥৩

মহানন্দী রস । ১

২

কালতৈরবাঞ্জন । ২ ( অঞ্জন )

২

চিন্তানল । ৩ ( নাগ )

২

### জীর্ণ ও বিষম জ্বরে ॥৪

মণিকেতুযোগ ।

৩

### জ্বরাতিসারে ॥৫

মাণিক্যাদি ।

৩

### অতিসারে ॥৬

হিরমৌদামিনী ।

৩

### গ্রহণীরোগে ॥৭

রাজরাজেশ্বর বটী ।

৪

### অর্শে ॥৮

লক্ষ্মীনারায়ণ চূর্ণ ।

৪

### অগ্নিমান্দ্যে ॥৯

হেমেন্দ্র রস ।

৫

### ক্রিমি রোগে ॥১০

পূর্ণশশি ।

৫



ପାଣ୍ଡୁରୋଗେ ॥୧୧	
ବେଣୀସାଧବ ଯୋଗ ।	୬
ରକ୍ତପିତ୍ତରୋଗେ ॥୧୨	
ସାମିକଚନ୍ଦ୍ର ରସ ।	୬
ରାଜସନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗେ ॥୧୩	
ଚନ୍ଦ୍ରନେତ୍ର ବଟୀ ।	୭
କାମରୋଗେ ॥୧୪	
ହେମାମ୍ବିନୀ ।	୮
ସ୍ନାୟରୋଗେ ॥୧୫	
ଚନ୍ଦ୍ରାବଳି ରସ ।	୮
ସ୍ବରତ୍ନେଦ ରୋଗେ ॥୧୬	
ତ୍ରିଲୋକଚନ୍ଦ୍ର ବଟୀ ।	୯
ଅରୋଚକ ରୋଗେ ॥୧୭	
ଅନନ୍ତସମ୍ପରୀ ରସ ।	୯
ହୃଦି ରୋଗେ ॥୧୮	
ରାଜରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଟୀ ।	୯
ତୃଷ୍ଣାରୋଗେ ॥୧୯	
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରସ ।	୧୦
ସୁର୍ଦ୍ଧାରୋଗେ ॥୨୦	
ସାମାନ୍ୟମ୍ବରୀ ।	୧୦
ସଦାତ୍ୟୟ ରୋଗେ ॥୨୧	
ଗୋପୀନାଥ ବଟୀ ।	୧୦
ଦାହରୋଗେ ॥୨୨	
ପଦ୍ମାବତୀ ।	୧୦

## সূচীপত্র ।

উদ্ভাদ রোগে ॥২৩	
আশুতোষ বটী ।	১১
অপস্মার রোগে ॥২৪	
মহামারামৃত রস ।	১১
বাতব্যাদি রোগে ॥ ৫	
হীরানন্দী	১২
অম্পর্শ বাতরোগে ॥২৬	
যোগতৈরবী ।	১২
শ্লেষ্মরোগে ॥২৭	
যোগচিন্তামণি ।	১২
পিত্তরোগে ॥২৮	
শিবচন্দ্রামৃত রস ।	১৩
• বাতরক্ত রোগে ॥২৯	
নন্দানন্দ বটী ।	১৪
উরুস্তম্ভ রোগে ॥৩০	
তারকেশ্বর ।	১৪
আমবাত রোগে ॥৩১	
যোগতরঙ্গিণী ।	১৪
শূলরোগে ॥৩২	
দক্ষরাজ বটী ।	১৫
উদাবর্ত্তরোগে ॥৩৩	
শ্রুনিদর্পহারী ।	১৫
শূল্যরোগে ॥৩৪	
কালানল রস ।	১৬

## হৃদ্রোগে ॥৩৫

খলচুড়ামণি । ১৬

## মূত্রকৃচ্ছ রোগে ॥৩৬

ঘনঘটাঙ্গ । ১৬

## মূত্রাবাত রোগে ॥৩৭

হিন্নমস্তা । ১৭

## অশ্মরীরোগে ॥৩৮

বঙ্গাবাতঘাতিনী । ১৭

## প্রমেহ রোগে ॥৩৯

চুণ্ডিরাজ বটী । ১৮

## সোমরোগে ॥৪০

ডাশর গুটী । ১৮

## স্থৌল্যে ( অর্থাৎ মেদরোগে ) ॥৪১

ফকীরালি । ১৯

## উদরী রোগে ॥৪২

বাতোদরে-বাঁড়েশ্বর রস ॥১॥ ১৯

জলোদরে-নিশুস্ত্রঘাতিনী রস ॥২॥ ২০

স্ত্রীলোকের জলোদরে-ব্রজবিহারিণী রস ॥৩॥ ২০

সর্বোদরে-পাণ্ডুপত বটী ॥৪॥ ২০

## প্লীহারোগে ॥৫৩

ইন্দুমতি । ২১

## শোথরোগে ॥৪৪

জশানী । ২১

## অৰ্শ্ব দ রোগে ॥৪৫

উমাসুন্দরী । ২২

শ্লীপদ রোগে ॥৪৬	
স্বৰীস্বরযোগ ।	২২
ভগন্দর রোগে ॥৪৭	
ভগবতী ।	২২
কুষ্ঠরোগে ॥৪৮	
কুষ্ঠানল যোগ ।	২৩
অম্লপিত্ত রোগে ॥৪৯	
হেমাদ্রি ।	২৩
বিসর্প ও বিস্ফোট রোগে ॥৫০	
ত্রিপুরভৈরবী ।	২৪
মমুরিকা রোগে ॥৫১	
শীতলেশ্বরী ।	২৪
ক্ষুদ্ররোগে ॥৫২	
জন্মাবতী ।	২৪
মুখরোগে ॥৫৩	
টুন্টুকী ।	২৫
কর্ণরোগে ॥৫৪	
ধানেশ্বর গুটিকা ।	২৫
নাসারোগে ॥৫৫	
মদনমোহন বটী ।	২৫
নেত্ররোগে ॥৫৬	
ত্ৰিনয়নী ।	২৬
শিরোরোগে ॥৫৭	
গঙ্গাধর যোগ ।	২৬

প্রদর রোগে ॥৫৮	
শ্রীরামসুন্দর বটী ।	২৬
যোনিব্যাপদ রোগে ॥৫৯	
বজ্রযোগিনী রস ।	২৭
স্মৃতিকা রোগে ॥৬০	
ললাটেশ্বরী ।	২৭
বালরোগে ॥৬১	
পরমার্থ চিন্তামণি ।	২৮
বিষরোগে ॥৬২	
হলাহল যোগ ।	২৮
রসায়নে ॥৬৩	
প্রেমানন্দী ।	২৮
ঘর্ষনিবারণে ॥৬৪	
ভোলানাথী ।	২৯
বাজীকরণে ॥৬৫	
কামরত্ন ।	২৯
স্তম্ভনে ॥৬৬	
প্রাণতোষিণী !	৩০
অজীর্ণে ॥৬৭	
বাড়বানল রস ।	৩০
বিস্মৃতিকা রোগে ॥৬৮	
প্রাণেশ্বর বটী ।	৩০
কামলা রোগে ॥৬৯	
সুধাকর বটী ।	৩১

সূচীপত্র ।	১১
পাণ্ডুশোথে ॥৭০	
শরচ্ছন্দোদয় ।	৩১
হলীষক রোগে ॥৭১	
যমদগ্নি রস ।	৩১
পরিণামশূলে ॥৭২	
যজ্ঞেশ্বর বটী ।	৩২
যক্ষ্ম রোগে ॥৭৩	
প্রভাবতী বটী ।	৩২
গুন্মপ্লীহা রোগে ॥৭৪	
মোরেশ্বর বটী ।	৩৩
অগ্রমাস রোগে ॥৭৫	
ধনঞ্জয় বটী ।	৩৩
ব্রহ্মরোগে ॥৭৬	
ভরদ্বাজ বটী ।	৩৩
কোষ বৃদ্ধি রোগে ॥৭৭	
অগ্নিবৈষকৃত রস ।	৩৪
উপদংশ রোগে ॥৭৮	
ভৃঙ্গরাজ বটী । ১	৩৪
কপূর রস । ২	৩৪
সর্বব্যাদি বিনাশকে ॥৭৯	
সিন্দুর রস । ১	৩৫
স্বর্ণসিন্দুর রস । ২	৩৫
ষড়্গুণবলি জারিত রসসিন্দুর । ৩	৩৫
মেধাবর্দ্ধনে ॥৮০	
সেকন্দর গুটি ।	৩৫

হিকারোগে ॥৮১	
ষেগরাজ বটী ।	৩৩
ভ্রমরোগে ॥৮২	
ভবতারিণী রস ।	৩৬
বৃজভঞ্জে ॥৮৩	
কামেশ্বর রস ।	৩৬
রজোনিঃসারকে ॥৮৪	
ঘণ্টাকর্ণযোগ ।	৩৭
কাম ও অজীর্ণ সংযুক্ত কুইনাইনের	
আটকান জ্বরে ॥৮৫	
করুণাময় রস ।	৩৮
আয়ু মেধা ও বল বর্দ্ধকে ॥৮৬	
প্রাণদা বটী ।	৩৮
নাড়ীক্ষীণে ॥৮৭	
ভীম রস ।	৩৮

ইতি সূচীপত্র ।



# রসরত্নেশ্বরে

ঐষধ প্রকরণ ।







## রোগাধিকার ।



১। বিরেচক ।	...	...	...	১
২। নবজ্বর ।	..	..	...	১
৩। সন্নিপাতজ্বর ।	...	...	..	২
৪। জীর্ণ ও বিষমজ্বর ।	...	...	..	৩
৫। জ্বরাতিসার ।	...	...	...	৩
৬। অতিসার ।	...	...	...	৩
৭। গ্রহণী ।	..	...	...	৪
৮। অর্শ ।	..	..	...	৪
৯। অগ্নিমান্দ্য ।	..	..	...	৫
১০। ক্রিমি ।	...	...	...	৫
১১। পাণ্ডু ।	..	...	...	৬
১২। রক্তপিত্ত ।	...	..	...	৬
১৩। রাজযক্ষ্মা ।	..	...	...	৭
১৪। কাসরোগ ।	..	...	..	৮
১৫। শ্বাসরোগ ।	...	...	...	৮
১৬। স্বরভেদ ।	...	...	...	৯
১৭। অরোচক ।	...	...	..	৯
১৮। হৃদি ।	...	...	...	৯
১৯। তৃষ্ণা ।	...	..	..	১০
২০। বৃদ্ধা ।	..	...	...	১০

২১। মদাতায় ।	...	...	...	১০
২২। দাহ ।	..	...	...	১০
২৩। উন্মাদ ।	..	...	..	১১
২৪। অপম্মার ।	...	...	...	১১
২৫। বাতব্যাদি ।	...	...	...	১২
২৬। অস্পর্শবাত ।	...	..	..	১২
২৭। শ্লেষ্মারোগ ।	...	..	...	১২
২৮। পিত্তরোগ ।	...	...	...	১৩
২৯। বাতরক্ত ।	...	...	...	১৪
৩০। ঊরুস্তম্ভ ।	...	...	...	১৪
৩১। আমবাত ।	...	...	..	১৪
৩২। শূল ।	...	...	...	১৫
৩৩। উদাবর্ত ।	...	...	...	১৫
৩৪। গুল্ম ।	...	..	...	১৬
৩৫। হৃদ্রোগ ।	...	...	...	১৬
৩৬। মূত্রকৃচ্ছ্র ।	...	...	...	১৬
৩৭। মূত্রাঘাত ।	...	...	...	১৭
৩৮। অশ্মরী ।	...	...	...	১৭
৩৯। প্রমেহ ।	...	...	...	১৮
৪০। সোমরোগ ।	...	...	...	১৮
৪১। শ্বেতরোগ ।	...	...	..	১৯
৪২। উদরী ।	...	...	...	১৯
৪৩। প্লীহা ।	...	...	...	২১
৪৪। শোথ ।	...	...	...	২১
৪৫। অৰ্কুদ ।	...	...	...	২২

৪৬। শ্লীপদ ।	...	...	...	২২
৪৭। ভগন্দর ।	...	...	...	২২
৪৮। কুষ্ঠ ।	...	...	...	২৩
৪৯। অল্পপিত্ত ।	...	...	...	২৩
৫০। বিসর্প ও বিস্ফোট ।	...	...	...	২৪
৫১। মসুরিকা ।	...	...	...	২৪
৫২। ক্ষুদ্ররোগ ।	...	...	...	২৪
৫৩। মুখ ।	...	...	...	২৫
৫৪। কর্ণ ।	...	...	...	২৫
৫৫। নাসা ।	...	...	...	২৫
৫৬। নেত্র ।	...	...	...	২৬
৫৭। শির ।	...	...	...	২৬
৫৮। প্রদর ।	...	...	...	২৬
৫৯। মোনিব্যাপদ ।	...	...	...	২৭
৬০। স্মৃতিকা ।	...	...	...	২৭
৬১। বাল ।	...	...	...	২৮
৬২। বিষ ।	...	...	...	২৮
৬৩। রসায়ন ।	...	...	...	২৮
৬৪। ঘর্মনিবারক ।	...	...	...	২৯
৬৫। বাজীকরণ ।	...	...	...	২৯
৬৬। স্তম্ভন ।	...	...	...	৩০
৬৭। অজীর্ণ ।	...	...	...	৩০
৬৮। বিস্মৃচিকা ।	...	...	...	৩০
৬৯। কামলা ।	...	...	...	৩১
৭০। পাণ্ডুশোথ ।	...	...	...	৩১

৭১। হলীমক ।	...	...	...	৩২
৭২। পরিণামশূল ।	...	...	...	৩২
৭৩। যকৃৎরোগ ।	...	...	...	৩২
৭৪। গুল্ম প্লীহা রোগ ।	...	...	...	৩৩
৭৫। অগ্রমাস রোগ ।	...	...	...	৩৩
৭৬। ত্রুণরোগ ।	...	...	...	৩৩
৭৭। কোষবৃদ্ধি রোগ ।	...	...	...	৩৪
৭৮। উপদংশ রোগ ।	...	...	...	৩৪
৭৯। সর্বব্যাদি বিনাশক ।	...	...	...	৩৫
৮০। মেধাবদ্ধক ।	...	...	...	৩৫
৮১। হিক্কারোগ ।	...	...	...	৩৬
৮২। ভ্রমরোগ ।	...	...	...	৩৬
৮৩। ধ্বজভঙ্গ ।	...	...	...	৩৬
৮৪। রজোনিঃসারক ।	...	...	...	৩৭
৮৫। কাস অজীর্ণ সংযুক্ত কুইনানের আটকান জ্বর ।	...	...	...	৩৭
৮৬। আয়ু, মেধা ও বল বদ্ধক ।	...	...	...	৩৮
৮৭। নাড়ীক্ষীণ ।	...	...	...	৩৮

# রসরত্নেশ্বর ।

ঔষধ প্রকরণ ।

বিরেচকে ॥ ১ ॥

১। ক্ষেত্রপালি বটী ।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ প্রত্যেকে এক ভাগ  
জয়পাল বীজ নয় ভাগ হরীতকীর দুই, আমলকীর এক,  
বহেড়ার দুই ও ভূঙ্গরাজের রসে তিন বার ভাবনা দিয়া  
এক রতি পরিমিত বটী করিবে । শীতল জল অমুপানে  
সেবনীয় ॥১॥

রোগ বিশেষে কোন ঔষধে দান্ত না হইলে ইহা  
সেবনে অবশ্য ভেদ হইয়া থাকে ।

নবজ্বরে ॥২॥

১। জগন্নাথ বটী ।

পারদ ১ এক ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, হিঙ্গুল দুই ভাগ,  
তাম্রা এক ভাগ ক্রমশঃ মর্দন পূর্বক শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ,  
কটকী ও যুতা প্রত্যেকে এক ভাগ, দস্তী কাথে এক,  
স্বতকুমারীর রসে দুই ও নিমপাতার রসে এক বার ভাবনা  
দিয়া এক কুঁচ পরিমিত বটী করিবে । বায়ু প্রাধান্যে



মুতার রস মধু, পিণ্ডে পটোলের রস বা গুলঞ্চের রস মধু ও কফে মধু অনুপানে সেবনীয় ॥১॥

সন্নিপাত জ্বরে ॥৩॥

১। মহানন্দী রস ।

পারা, গন্ধক, হিঙ্গুল প্রত্যেকে এক ভাগ, রসসিন্দূর দুই ভাগ, লৌহ তিন ভাগ, তাঁবা এক ভাগ, হরিতাল, মনঃশিলা প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ, জয়পাল একাশ্রী, মরিচ, শুঁঠ, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, শ্বেতকুঁচ, পিপুল প্রত্যেকে দুই ভাগ শিউলিপাতার রসে তিন, আদার রসে এক, জয়ন্তীপাতার রসে দুই, ভৃঙ্গরাজের রসে তিন ও বাসক পাতার রসে দুই বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটী প্রস্তুত করত মধু অনুপানে সেবনীয় ॥১॥

২। কালভৈরবাঞ্জন ।

অঞ্জন ।

হিঙ, তুঁতে, কপূর সমভাগ পিপুল কাথে এক ও জায়পালের রসে এক বার ভাবনা দিয়া বটী করিয়া রাখিবে । জলে ঘষিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে উপদ্রব সহ সন্নিপাত নাশ হয় ॥২॥

৩। চিস্তানল ।

নাম ।

রসসিন্দূর, খর্পর, তাঁবা, সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ চিতার রসে এক, আকন্দ দুগ্ধে দুই ও রশুনের রসে এক বার ভাবনা দিয়া বাতি মত করিয়া রাখিবে । জলে ঘষিয়া নাশ দিলে তন্দ্রা, প্রলাপ আদি নাশ হইয়া সংজ্ঞা লাভ ও সন্নিপাত জ্বরের শাস্তি হয় ॥৩॥

## জীর্ণ ও বিষমজ্বরে ॥৪॥

১। মণিকেতু যোগ ।

লৌহ, পারদ, গন্ধক, অত্র, বঙ্গ, স্বর্ণ প্রত্যেকে সম-  
ভাগ কপূর দ্বিগুণ, জায়ফল, জৈত্রী, পিপুলের দানা,  
লবঙ্গ, মোহাঙ্গা, মরিচ প্রত্যেকে তিন ভাগ আদার রসে  
দুই, জয়ন্তী পাতার রসে এক, মৃতার রসে দুই, ভূমি-  
কুস্মাণ্ডের রসে এক ও মৃতকুমারীর রসে এক বার ভাবনা  
দিয়া মুক্তা প্রমাণ বটী করিবে ॥১॥

জ্বরাতিসারে ॥৫॥

১। মাণিক্যাদি ।

রসসিন্দুর, হিঙ্গুল, পারদ, গন্ধক প্রত্যেকে সমভাগ  
মোহাঙ্গা, লৌহ, যবক্ষার দ্বিগুণ, পঞ্চলবণ অর্দ্ধ ভাগ,  
অত্র, সিদ্ধিপাতী, হিঙ্ প্রত্যেকে চতুর্থাংশ জয়ীর নেবুর  
রসে সাত, মৃতার রসে দুই, ছাগদুগ্ধে তিন, গৌমার রসে  
চার, বেলশুঁঠ কাথে পাঁচ, পানের রসে এক, ধনে, বালা,  
সাদাজীরা, কালজীরা, যোয়ান, শুল্কা, ধাইফুল, কুড়চী,  
দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা  
দিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটী করিবে ॥১॥

অতিসারে ॥৬॥

১। স্থিরসৌদামিনী ।

হিঙ্গুল, কপূর, রসসিন্দুর, পারদ ও রৌপ্য সমভাগ  
আফিম দ্বিগুণ বড়এলাচ ভস্ম চতুগুণ, জৈত্রী অর্দ্ধ ভাগ  
এই সমুদায় দ্রব্য প্রথমে রৌপ্য ও পারদে মিশ্রিত করত  
গন্ধক দ্বারা কজ্জলী করিয়া অন্যান্য ঔষধ মিশ্রিত করিবে।  
পরে মুক্তার রস ও ছাগদুগ্ধের তিন, নিসিন্তা পাতার



রসে এক, বেলশুঁঠ কাথে সাত, ইন্দ্রযব, তেজপাতা, তালপাতা, মরিচ, জামের ছাল, তেঁতুল ছাল, দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া দুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ॥১॥

গৃহীণী রোগে ॥৭॥

১। রাজরাজেশ্বর বটী ।

মুক্তা, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, মোহাগার খই, অভ্র প্রত্যেকে এক ভাগ, আফিম দুই ভাগ, রসমিন্দুর অর্দ্ধ ভাগ, মেঘশৃঙ্গ ভস্ম তিন ভাগ, জায়ফল, আমেরকেশি প্রত্যেকে সার্ব্ব এক ভাগ এই সমুদায় নিয়মানুসারে খল করত, মুতার রস, জামের পাতার রস, দাড়িম পাতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস, গীমাশাকের রস ইহাদের প্রত্যেকের তিন এবং বেলশুঁঠ, সাদাজীরা, অশ্বগন্ধা, কুড়চী, ইন্দ্রযব, ধনে, পানিকল, লবঙ্গ, সিদ্ধি পাতা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে দুই বার ভাবনা দিয়া কুঁচ পরিমিত বটী করিবে ॥১॥

অর্শে ॥৮॥

১। লক্ষ্মীনারায়ণ চূর্ণ ।

পারাব, গন্ধক, মনঃশিলা, অভ্র, লৌহ, রৌপ্য ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে সমভাগ, মোহাগা, তাত্র, স্বর্ণ, তেলা ও রৌপ্যমাক্ষিক প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ, শিলাজতু ও বংশলোচন দ্বিগুণ, হিরাকস অষ্টমাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শর্করা, লবঙ্গ, জায়ফল প্রত্যেকে ত্রিগুণ ক্রমশঃ খল করিয়া যুতকুমারির সাঁস, মুতার রস ও শ্বেতপুনর্নবার রসে তিন, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, গজপিপ্পলী, আতইচ, তেউড়ী ও বিড়ঙ্গ ইহা-

দৈর প্রত্যেকের কাথে এক বার, মান ও ওলের কাথে সাতবার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে ।

অগ্নিমান্দ্যে ॥৯॥

১। হেমচন্দ্র রস ।

পার্লা, গন্ধক, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, যবক্ষার, সার্চিকার, মৈন্ধব লবণ, সৌবর্জল লবণ, সামুদ্র লবণ, অত্র, মোহা-  
গার খই প্রত্যেকে এক ভাগ, রৌপ্য অর্দ্ধ ভাগ ক্রমশঃ  
মর্দন পূর্বক সিদ্ধি পাতার রসে তিন, জষীর নেবুর রসে  
পাত, মুতার রসে দুই, যোয়ান ভিজান জলে পাঁচ, জীরা  
ভিজান জলে তিন, ভৃঙ্গরাজের রসে এক, তুলসী পাতার  
রসে এক, কাণ্ডজীনেবুর রসে তিন ও ত্রিকলার কাথে  
এক বার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত  
করত অনুপান ব্যবস্থা করিয়া সেবনে বাতাজীর্ণ, বিষ্ণুভু,  
শূল, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, আনাহ, অল্পপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, উদর  
বেদনা, উদর ক্ষীত ইত্যাদি বিবিধ প্রকার অজীর্ণ দোষ  
নিবারণ হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হয় । কণাদ যুনি কৃত  
পরীক্ষিত ।

ক্রিমিরোগে ॥১০॥

১। পূর্ণ শশি ।

পার্লা, গন্ধক, লৌহ, কুঁচিলা, শিলাজতু ও হিরাকস  
সমভাগ, বিষ, তাত্র, রসাজ্জন, বঙ্গ, মোহাঙ্গা চতুর্থাংশ ।  
অত্র, মনঃশিলা, হরিতাল পঞ্চমাংশ, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম,  
লাক্ষা ও কঙ্কষ্ঠ দ্বিগুণ । বিড়ঙ্গ, পিপুলের দানা, মরিচ,  
যোয়ান ও শুঁঠ প্রত্যেকে চতুগুণ ক্রমশঃ খল করিয়া  
সালিঞ্চার রস, ঘোষালতার রস, পাটোলের রস, ছাগ

হৃক্ষ, মুতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস, বেলপাতার রস, তুলসী পাতার রস ও আদার রস প্রত্যেকের তিন তিন বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ধাইফুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ঘোয়ান, নিমকল, বালা, ইন্দ্রযব ও ইন্দুরকানি ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া কঁচ পরি-মিত বটী করিবে ।

পাণ্ডুরোগে ॥১১॥

১। বেণীমাধবযোগ ।

পারা, গন্ধক, মধুর প্রত্যেকে সমভাগ । বিষ চতু-র্থাংশ । অত্র, রৌপ্যমাক্ষিক, বঙ্গ, শিলাজতু প্রত্যেকে দ্বিগুণ । মোচরস, পিপূল, মরিচ, চিনি, বড়এলাচ, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে দ্বিগুণ ক্রমশঃ খল করিয়া গুড়ুচীর রস, ছাগহৃক্ষ, ধুতুরা পাতার রস, শালিঞ্চাশকের রস, ইক্ষু রস, পটোলের রস, ভূমিকুস্মাণ্ডের রস, বাকস পাতার রস ইহাদের প্রত্যেকের সাত সাত বার । হরিদ্রা, দারুহ-রিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটকী, জয়পাল বীজ, দস্তী, তেউড়ী, চিতা, পিপুলমূল ইহাদের প্রত্যেকের কাথে তিন তিন বার, তেজপাতা, দেবদারু, চই, তাল-মুলী, গোধূম, যব, কাকমাচী, ইন্দ্রবারুণী, পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটী করিবে ।

রক্তপিত্ত রোগে ॥১২॥

১। মানিকচন্দ্র রস ।

পারা, গন্ধক, লৌহ, গৈরিক প্রত্যেকে সমভাগ । তাত্র, বঙ্গ ও হরিতাল চতুর্থাংশ স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক,

শিলাজতু, রসসিন্দুর, রসাজ্জন ও মৌর্যঋতিকা দ্বিগুণ ।  
 পিপুলের দানা, চিনি, নাগকেশর, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ,  
 দারুচিনি, ছোট এলাচ প্রত্যেকে চতুর্গুণ । গুলঞ্চের রস,  
 শতমূলীর রস, যুতার রস, ক্ষেতপাপড়ার রস, বাকস  
 পাতার রস, কুয়্যাণ্ডের রস, কার্পাস ফুলের রস, মধু ইহা-  
 দের প্রত্যেকের রসে সাত সাত বার । পদ্মকেশর, তেজ-  
 পাতা, নীলোৎপল, জীরা, দ্রাক্ষা, চন্দন, হরীতকী, আম-  
 লকী ও বহেড়া ইহাদের কাথে তিন তিন বার ভাবনা  
 দিয়া কঁচ প্রমাণ বটী করিবে ।

রাজযক্ষ্মা রোগে ॥১৩॥

১। চন্দ্রশেখর বটী ।

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ ও রৌপ্য সমভাগ । রসসিন্দুর, গৈ-  
 রিক, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক চতুর্গুণ, তাম্র, বঙ্গ ও  
 হরিতাল অষ্টমাংশ । শিলাজতু দ্বিগুণ । লৌহ সার্ক এক  
 ভাগ । অশ্বগন্ধা, পিপুলের দানা, মরিচ, বংশলোচন,  
 দারুচিনি, লবঙ্গ, জৈত্রী, এলবালুক, বড়এলাচ, জায়-  
 ফল ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া  
 আদার রস, নিসিন্দার রস, জয়ন্তীপাতার রস, বাকস  
 পাতার রস, কাণ্ডজীনেবুর রস, পানের রস ইহাদের  
 প্রত্যেকের তিন তিন বার, স্নতকুমারীর শাঁস, ভূমিকুয়্যা-  
 ং্ডের রস, শতমূলীর রস, টাবানেবুর রস ও করবীর রস  
 ইহাদের রসে দুই বার, রাস্না, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,  
 জীরা, তালমাখনা, বেড়েলা, শূকশিষী, যক্ষিমধু ইহাদের  
 কাথে পাঁচ পাঁচ বার ভাবনা দিয়া সিংহের আঠায় এক  
 দিন খল করত কঁচ পরিমিত বটী করিবে ।

কাস রোগে ॥১৪॥

১। হেমাক্ষিনী ।

পাৱা, গন্ধক, লৌহ ও কপূর সমভাগ । স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, খর্পর ও অত্র দ্বিগুণ । হরিতাল, হিঙ্গুল, স্বর্ণ ও তাত্র প্রত্যেকে অষ্টমাংশ । মনঃশিলা ও প্রবাল ষোড়শাংশ । মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, দারুচিনি, বড়এলাচ বংশলোচন ও নাগকেশর প্রত্যেকে চতুর্গুণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া তৃঙ্গরাজের রস, ওড়চীর রস, বাকসপাতার রস, শতমুলীর রস, আদার রস, মুতার রস, ভূমিকুষ্ঠাণ্ডের রস ও ছাগদুগ্ধ ইহাদের প্রত্যেকের তিন তিন বার, চিষ্ঠার, সিদ্ধিপাতা, নিমিন্দা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, যষ্টিমধু, তালপত্র, তেজপাতা, কণ্টকারী, ধাইফুল, পুনর্নবা ও সাদাজীরা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া দুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

শ্বাস রোগে ॥১৫॥

১। চন্দ্রাবলি রস ।

পাৱা, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ । স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, শঙ্খতম্ব ও অত্র দ্বিগুণ । বড়এলাচ ও শিলাজতু ত্রিগুণ । তাত্র, প্রবাল ও মনঃশিলা চতুর্থাংশ । মোহাগা ও বঙ্গ চার অংশের এক অংশ । পরে পরে খল করিয়া ছাগদুগ্ধে সাত বার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, পিপুলমূল ও নাগকেশর ইহাদের প্রত্যেকের কাথে পাঁচ পাঁচ বার । হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে কাথে তিন তিন বার, বাকসের মূল, পত্র ও ছালের কাথে দুই বার ভাবনা দিয়া কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে ।

স্বরভেদ রোগে ॥১৬॥

১। ত্রিলোকচন্দ্র বটী ।

পায়া ও গন্ধক সমভাগ, জায়ফল, বিষ ও মোহাগা চতুর্থাংশ । পিপুলের দানা ও বংশলোচন আট ভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া আদার রসে সাত বার, চই, মরিচ, চিতা, শুঁঠ ও তালিশপত্র ইহাদের প্রত্যেকের কাথে পাঁচ পাঁচ বার ভাবনা দিয়া কঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

অরোচক রোগে ॥১৭॥

১। অনঙ্গমঞ্জরী রস ।

পায়া, গন্ধক ও বিষ সমভাগ, মোহাগা চতুর্থাংশ, অভ্র তৃতীয়াংশ, রসসিন্দুর সকলের সমান, হীরক ভস্ম এক কঁচ ক্রমশঃ খল করিয়া টাবান্নেবু, জয়ীরনেবু ও ছোলঙ্গনেবুর কাথে সাত বার, মুতা, লবঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সাদাজীরা, কালজীরা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে পাঁচ বার, অল্পদাড়িমের রসে সাত বার, আমরুলের রসে তিন বার, পুরাতন কুল ও পুরাতন তেঁতুলের সত্ত্বে এক বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে ।

হৃদি রোগে ॥১৮॥ ( বমন )

১। রাজরাজেন্দ্র বটী ।

রসাজ্ঞন এক ভাগ, রসসিন্দুর পাঁচ ভাগ, শুঁঠ, পিপুলের দানা ও মরিচ প্রত্যেকে দুই ভাগ, জীরা ভাজা চূর্ণ পাঁচ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া হরীতকী ও কণ্টকারীর কাথে একুশ বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

তৃষ্ণা রোগে ॥১৯॥

১। লক্ষ্মীকান্ত রস ।

পারা ও বঙ্গ প্রত্যেকে এক ভাগ, হরিতাল ও তাত্র চতুর্থাংশ, তুঁতে অষ্টমাংশ, ছোট এলাচ ও নাগকেশর সমভাগ একত্রে খল করিয়া বটের ঝুরি, জামের পাতা, আমের ছাল ইহাদের কাথে তিন বার, পিপুল, যক্ষিমধু, অনন্তমূল ইহাদের কাথে পাঁচ বার, চন্দন ভিজান জলে সাত বার ও মধুতে এক বার খল করিয়া কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে ।

মূর্ছা রোগে ॥২০॥

১। মায়ামুন্দরী ।

স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক সমভাগ, রসসিন্দুর চতুর্গ, পিপুলের দানা দ্বিগুণ, মধুতে খল করিয়া মাষ-কলায় পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে ।

মদাত্ম্য রোগে ॥২১॥

১। গোপীনাথ বটী ।

রসসিন্দুর এক ভাগ, হিঙ্ চতুর্থাংশ, বড়এলাচ, নৌবর্চল লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও দারুচিনি চতুর্গ ক্রমশঃ খল করিয়া জোয়ান, চই, মাদাজীরা ও কাল-জীরা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া দুই কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে ।

দাহ রোগে ॥২২॥

১। পদ্মাবতী ।

পারা ও গন্ধক সমভাগ, তাত্র চতুর্থাংশ, লৌহ অক্সি-মাংশ, গৈরিক ও সৌরাষ্ট্রযুক্তিকা দ্বিগুণ, শুঁঠ, পিপুল ও

মরিচ চতুর্গুণ, জয়ীরনেবুর রসে তিন বার, পানের রসে এক বার ও আদার রসে সাত বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

উন্মাদ রোগে ॥২৩॥

১। আশুতোষ গুটী ।

পারা, গন্ধক, অভ্র ও রসাক্ষন সমভাগ, বিষ, সমুদ্ভ-  
ফেন, সৌবীরাঙ্গন ও ধূস্তর বীজ চতুর্থাংশ, কুঁচিলা, মুক্তা,  
হরিতাল ও মনঃশিলা অষ্টমাংশ, হীরাভয় এক কুঁচ, স্বর্ণ  
দুই আনা, রসসিন্দূর ও শিলাজতু সমভাগ, কস্তুরী এক  
আনা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সমভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া  
মুতা, তুঙ্গরাজ, দেবদারু, কণ্টকারী, বীরণমূল ও ফেত-  
পাপড়া ইহাদের প্রত্যেকের কাথে পাঁচ পাঁচ বার, চিরতা,  
কণ্টকারী ও ইন্দ্রিয়ব ইহাদের কাথে তিন বার, স্নতকুমা-  
রীর সাঁসে সাত বার ও সীজের আঠার এক বার খল  
করিয়া মরিচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে ।

অপন্মার রোগে ॥২৪॥

১। মহামায়ামৃত রস ।

লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক ও গন্ধক  
প্রত্যেকে সমভাগ, অভ্র, রসাক্ষন ও মনঃশিলা প্রত্যেকে  
অর্দ্ধ ভাগ, শিলাজতু সকলের সমান, কস্তুরী ও বিষ ষোড়-  
শাংশ, গোক্ষুর, নাগকেশর, বচ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ  
প্রত্যেকে পূর্বোক্ত ঔষধের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ  
ক্রমশঃ খল করিয়া আদার রসে তিন, সীজের আঠার  
এক, দশমূল ও চিতার কাথে সাত বার ভাবনা দিয়া  
মরিচ প্রমাণ বটী করিবে ।



বাতব্যাধি রোগে ॥২৫॥

১। হীরানন্দী ।

পার্না, গন্ধক, লৌহ, পঞ্চলবণ, রৌপ্যমাক্ষিক ও রৌপ্য সমভাগ, হরিতাল, স্বর্ণ, মোহাঙ্গা, তুঁতে, কাংস, হিঙ্গুল প্রত্যেকে দ্বাদশাংশ, রসসিন্দূর ও অত্র সকলের সমান, সমুদ্রকেন ও রসাক্ষন অষ্টমাংশ, হীরক স্বর্ণের চতুর্থাংশ একত্রে খল করত মিশাইয়া পিপুলের দানা, মরিচ, পঞ্চলবণ, জৈত্রী, জায়ফল, বচ প্রত্যেকে সমস্ত ঔষধের ষোল ভাগের এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া নেবুর রস, দাড়িমের রস, ভৃঙ্গরাজের রস, আকন্দপাতার রস, নিসিন্দার রস, আদার রস, মৃতার রস, পানের রস ও মনসা পাতার রস ইহাদেব প্রত্যেকের রসে তিন বার, হরীতকী, ধনে, গণিয়ারী, বহেড়া, ভূমিকুয়াও, গোক্ষুর, সিদ্ধি, চিতা, বিড়ঙ্গ, কণ্টকী ও জয়পাল ইহাদেব কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে ।

অম্পর্শবাত রোগে ॥২৬॥

১। যোগ ভৈরবী ।

স্বর্ণ, মুক্তা, লৌহ ও হরিতাল প্রত্যেকে এক ভাগ, অত্র ত্রিগুণ, ভাঙ চতুর্থাংশ, সকলের সমান রসসিন্দূর ক্রমশঃ খল করিয়া মৃতকুমারীর স্নানে সাত বার ও গুড়ের রসে তিন বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে ।

শ্লেষ্মা রোগে ॥২৭॥

১। যোগচিন্তামণি ।

পার্না, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্যমাক্ষিক, শিলাজতু, মনঃ-

শিলা, বজ্র, কপূর ও শঙ্খভস্ম প্রত্যেকে এক ভাগ, বিব, প্রবাল, হিঙ্ ও সিদ্ধি বীজ চতুর্বাংশ, পঞ্চলবণ, গৈরিক, যবক্ষার, স্ফাটিক ও সৌর্যক্রিয়তিকা প্রত্যেকে বর্দ্ধাংশ, তেলা ও কঙ্কুঠ অষ্টমাংশ, মোহাগা, তাত্র ও সীমা স্বর্ণাদির ষোড়শাংশ, রসসিন্দূর সকলের সমান, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কট্ফল, জৈত্রী ও জায়ফল প্রত্যেকে দ্বিগুণ, ক্রমশঃ খল করিয়া, নিসিন্দার রস, আকন্দ পাতার রস, আদার রস, চিতার রস, বাকসের রস ও তুলসী পাতার রস ইহাদের কাথে প্রত্যেকে তিন বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, জোয়ান, চই, সাদাজীরা, কালজীরা, পুষ্কর-মূল, গজপিপ্পলী, ইন্দ্রযব, সোমরাজী, কণ্টকারী, বেল-মূলের ছাল ইহাদের প্রত্যেকের কাথে দুই দুই বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

পিস্তুরোগে ॥২৮॥

১। শিবচন্দ্রায়ত রস ।

রৌপ্যভস্ম, প্রবাল, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক ও মনঃশিলা প্রত্যেকে এক ভাগ, অভ্র, গৈরিক ও শঙ্খভস্ম দ্বিগুণ, গন্ধক ও স্ফটিক অর্দ্ধাংশ, হিন্দুল চতুর্থাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গকলিকা ও জৈত্রী প্রত্যেকে দ্বিগুণ, ক্রমশঃ খল করিয়া যষ্টিমধু, জটামাংসী ও তালিশ পত্র ইহাদের কাথে প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ তিন তিন বার, শুড়ুচীর কাথে সাত বার, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকের ভিজান জলে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

বাতরক্ত রোগে ॥২৯॥

১। নন্দানন্দ বটী ।

পারী, গন্ধক, লৌহ ও মনঃশিলা প্রত্যেকে সমভাগ,  
বিষ চতুর্থাংশ, ধূতুর বীজ, তুঁতে ও হরিভাল অষ্টমাংশ,  
অত্র ও ভেলা অর্দ্ধাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও পলাশ  
ক্ষার প্রত্যেকে ত্রিগুণ ক্রমশঃ খল করিয়া ভৃঙ্গরাজের রস,  
টাবানেবুর রস ও চিতার রস প্রত্যেকে তিন তিন বার,  
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, সোমরাজ, পুনর্নবা,  
দেবদারু ও দারুহরিদ্রা হইদের প্রত্যেকের কাথে পাঁচ  
পাঁচ বার ভাবনা দিয়া মূর্টর পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে ।

উরুস্তম্ভ রোগে ॥৩০॥

১। ঙ্গরকেশ্বর ।

পারী, গন্ধক ও কুঁচ প্রত্যেকে সমভাগ, হিঙ্ ও ধূতুর  
বীজ অষ্টমাংশ, সৈন্ধব লবণ ও শিলাজতু ত্রিগুণ, শুঁঠ ও  
পিপুল চতুর্গুণ, বেল, সোনা, গান্তারী, পারুল, গণি-  
য়ারি, চাকুলে, কণ্টকারী, গোক্ষুর, জয়ন্তী, কাকমাচী ও  
জয়পাল প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া  
কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে ।

আমবাত রোগে ॥৩১॥

১। যোগতরঙ্গিণী ।

পারী, গন্ধক, সোহাগা, লৌহ ও তুঁতে প্রত্যেকে সম-  
ভাগ । হিঙ্গুল অষ্টমাংশ, অত্র ত্রিগুণ, তাত্র ষোড়শাংশ,  
সৈন্ধব লবণ অর্দ্ধাংশ একত্রে খল করিয়া পিপুল, পিপুল  
মূল, শুঁঠ, মরিচ, ছোটএলাচ ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ত্রিগুণ  
চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তেজপাতা, দেবদারু, জোয়ান, রাস্না,

ধনে, দস্তী, গজশিঙ্গলী, মান, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার । যুতার রসে দুই বার, গুলঞ্চের রসে চার বার ভাবনা দিয়া তেঁতুল ফার গন্ধকের সমান মিশ্রিত করিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে ।

শূলরোগে ॥৩২॥

১। দক্ষরাজ বটী ।

পারায়, গন্ধক, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রত্যেকে সমভাগ, বিব অষ্টমাংশ, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অম্র, শঙ্খভস্ম ও যবক্ষার দ্বিগুণ । রসসিন্দুর সকলের সুমান, হরিণ শৃঙ্গ ভস্ম, হিরাকস, তুঁতে, মনঃশিলা পঞ্চমাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিটলবণ, মৈন্ধবলবণ, সাকুন্দ্রলবণ, ছোট এলাচ, দারুচিনি, পিপুলমূল ও লবঙ্গ প্রত্যেকে চতুর্গুণ, আদার রস, শতমূলীর রস, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, যুথার রস, টাবানেবুর রস, শুভুরা পাতার রস ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক এক বার, ভূমিকুশ্মাণ্ডের রস, ইক্ষুর রস ও বাকস পাতার রস ইহাদের রসে তিন তিন বার, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, চিতা, অশ্বগন্ধা, চন্দন, বালা, শঠা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে ।

উদাবর্ত রোগে ॥৩৩॥

ধনিদর্পহারী ।

পারায়, গন্ধক ও মোহাঙ্গা প্রত্যেকে সমভাগ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে চতুর্গুণ, আমরুলের রস, আকন্দ পাতার রস ও খানকুনীর রসে তিন তিন বার, হরীতকী,

আমলকী, বহেড়া ও জয়পাল কাথে এক এক বার ভাবনা  
দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

শুল্ক্যরোগে ॥ ৪॥

১। কালানল রস ।

পারা, গন্ধক, লৌহ ও মোহাঙ্গা প্রত্যেকে সমভাগ,  
তুঁতে, কাংস, হরিতাল, মনঃশিলা ও হিন্দুল চতুর্থাংশ,  
স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, কড়িভস্ম ও শঙ্খভস্ম অর্দ্ধাংশ,  
হিঙ্, ষোড়শাংশ, মনঃশিলা পঞ্চমাংশ, যবকার, সৈন্ধব-  
লবণ, পিপুল, শুঁঠ ও মরিচ প্রত্যেকে দ্বিগুণ, ভৃঙ্গরাজের  
রস, ঘৃতকুমারীর শাঁস, পানের রস, আকন্দ পাতার শাঁস,  
পটোলের রস, ছাতিশুঁড়ার রস ও মুতার রস ইহাদের  
প্রত্যেকের রসে তিন তিন বার, হরীতকী, আমলকী,  
বহেড়া কটকী, গজপিঙ্গলী, বচ, কুড়, ক্ষেতপাপড়া, আ-  
পাঙ্গ, দাড়িমহাল, জোয়ান, কালজীরা ও বালা ইহাদের  
কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী  
প্রস্তুত করিবে ।

ছদ্মরোগে ॥ ৩৫॥

১। খলচূড়ামণি ।

পারা, গন্ধক ও স্বর্ণ সমভাগ, তাম্র ও হিরাকস অষ্ট-  
মাংশ, অত্র দ্বিগুণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও ষষ্টিমধু  
ইহাদের প্রত্যেকের কাথে তিন তিন বার, দ্রাক্ষার কাথে  
পাঁচ বার, অজুনহালে রসে এক বার ভাবনা দিয়া মুগ  
প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

যুত্রকৃষ্ণ রোগে ॥ ৩৬॥

১। ঘনবটাম্ব ।

পারা, গন্ধক ও স্ফাটিকা প্রত্যেকে সমভাগ, লৌহ,

অত্র, সীসা ও বঙ্গ অর্দ্ধাংশ, হরিতাল চতুর্থাংশ । যবক্ষার, ও শিলাজতু দ্বিগুণ । প্রবাল পঞ্চমাংশ । রসসিন্দূর সাক্ষ এক ভাগ । তুঁতে বোড়শাংশ । শকরা সকলের অষ্টম ভাগের এক ভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া দুর্বার রসে এক বিংশতি বার, যষ্টিমধু, শাল্মলীমূলের ছাল, গোক্ষুর, বরুণছাল, ধাইফুল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

যুত্রাঘাত রোগে ॥৩৭॥

১। ছিন্নকৃতা ।

স্বর্ণ, বঙ্গ, লৌহ ও অত্র সমভাগ, গন্ধক অর্দ্ধাংশ, প্রবাল বোড়শাংশ, সকলের সমান রসসিন্দূর, লবণ স্বর্ণের তৃতীয়াংশ, নাগকেশর, ছোটএলাচ ও মরিচ দ্বিগুণ, যুতকুমারীর সাঁস, যুতার রস ও যজ্ঞডুমুরের পাতার রস প্রত্যেকের সাত সাত বার, হৃদ্ধ, মধু ও তণ্ডুলোদকে এক বার, রেণুক, বিড়ঙ্গ, আমলকী ও পিপুলমূলের কাথ প্রত্যেকের তিন তিন বার করিয়া ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

অশ্মরী রোগে ॥৩৮॥

১। ঝঙ্কাবাতবাতিনী ।

পারদ, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ, তাত্র ও তুঁতে বোড়শাংশ, হিরাকস আট ভাগের এক ভাগ, শিলাজতু সকলের সমান, গোক্ষুর ও মরিচ সমভাগ, ছাগহৃদ্ধ, মধু ও টাবানেবুর রসে এক এক বার, ক্ষেতপাপড়া, কুলথকলায়

ও জীরার কাথে তিন বার, শ্বেতপুনর্নবা, ইন্দ্রবারুণী ও  
রুহতী কলের কাথে দুই বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ  
বটী করিবে ।

প্রমেহ রোগে ॥৩৯॥

১। টুণ্ডিরাজ বটী ।

পার্না, গন্ধক, মুক্তা, অভ্র, বঙ্গ, স্বর্ণ ও লৌহ সমভাগ,  
প্রবাল, মনঃশিলা, তাত্র ও রসাজ্ঞন ষোড়শাংশ, কপূর  
স্বর্ণের অষ্টাংশ, স্বর্ণমাক্ষিক রৌপ্যমাক্ষিক তিন ভাগের  
এক ভাগ, কড়িভস্ম দ্বিগুণ, রসসিন্দুর সকলের সমান,  
দারুচিনি, গোকুর, বিড়ঙ্গ, জায়ফল, ছোটএলাচ ও জৈত্রী  
সকলের চার ভাগের এক ভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া গুলঞ্চ,  
ভূঙ্গরাজ, মুতা ও চিতা ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক  
এক বার, বটের আঠা, য়তকুমারীর সাঁস, মধু ও য়েবহুকে  
দুই দুই বার, সাদাজীরা, কালজীরা, বিড়ঙ্গ, নাগরমুতা,  
খেজুর, তালমাখনা, পান, রেণুক, ধস, হরীতকী, আম-  
লকী, বহেড়া, হরিদ্রা, কণ্টকারী, তেজপাতা, দেবদারু,  
দাড়িম ছাল, শিমুলমূল, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের  
প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ  
বটী প্রস্তুত করিবে ।

সোমরোগে ।

১। ডামর গুটী ।

পার্না, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ প্রত্যেকে  
সমভাগ, হরিতাল, বঙ্গ, প্রবাল, রসাজ্ঞন ও সীসা  
প্রত্যেকে অষ্টমাংশ, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক দ্বিগুণ,  
পিপুল, পিপুলেরদানা, মরিচ, বড়এলাচ, দারুচিনি ও

গোকুর সকলের সমান ক্রমশঃ খল করিয়া যুতার রস, হাগহৃৎ, স্নতকুমারীর সাস ও দাড়িমের রস ইহাদের প্রত্যেকের কাথে সাত সাত বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, তেজপাতা, সাদাজীরা, কালজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, খস, শ্বেতচন্দন, কদম্বহাল ও অণুর ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে ।

শৌল্যে ॥৪১॥ ( অর্থাৎ মেদরোগে )

ককীরালি ।

পারা, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ, তাত্র ও হরিতাল ষোড়শাংশ, রসসিন্দুর সকলের সমান, বিটলবণ, সৈন্ধব লবণ, উদ্ভিদলবণ ও শ্রৌবর্জল লবণ প্রত্যেকে অষ্টাংশ, নিপুল, মরিচ ও শুঁঠ সকলের সমান ক্রমশঃ খল করিয়া আকন্দ পাতার রস ও আকন্দের আঠায় এক বিংশতি বার খল করিয়া যুগ প্রমাণ বটী করিবে ।

উদরী রোগে ॥৪২॥

বাতোদরে—১। ষাঁড়েশ্বর রস ।

পারা, গন্ধক, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যাক্ষিক প্রত্যেকে সমভাগ, ভেলার আঠা, কঙ্কু ও তাত্র প্রত্যেকে অষ্টমাংশ, বিষ ষোড়শাংশ, যবকার, সৈন্ধবলবণ ও মরিচ প্রত্যেকে দ্বিগুণ, গুলঞ্চের, রস, নিসিন্দাপাতার রস, চিতার রস, টাবালেবুর রস, ভৃঙ্গরাজের রস, এরণ্ডমূলের রস, মেষ হৃৎ, গাভিহৃৎ ও মধু প্রত্যেকের তিন তিন বার, কালজীরা, শুঁঠ, তালমুলী, জোয়ান ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের কাথে দুই দুই বার, স্নত ও গোমূত্রে এক বার ভাবনা দিয়া যুদ্ধা প্রমাণ বটী করিবে ।



জলোদরে—নিশুস্ত্রঘাতিণী রস ॥২॥

পারা, গন্ধক, তামা ও মনঃশিলা সমভাগ, সীসা ও মোহাঙ্গা অর্দ্ধাংশ, লৌহ ও অত্র দ্বিগুণ, মৈন্ধবলবণ সকলের সমান, যবক্ষার সমানের তৃতীয়াংশ, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চের পালো ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে সমানের তৃতীয়াংশ ক্রমশঃ খল করিয়া সীজের আঠা, টাবালেবুর রস, নিসিন্দার রস, ভৃঙ্গরাজের রস ও এরও তৈল ইহাদের প্রত্যেকের কাথে তিন তিন বার, কালজীরা, জয়ন্তী, তেউড়ী, জয়পাল, হরিদ্রা, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দস্তী ও চিতা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান উষ্ণজল, শীতল জল ভাগ, দান্ত হইলে ঘৌল পথ্য— ।

স্ত্রীলোকের জলোদরে—ব্রজবিহারিণী রস ॥৩॥

বঙ্গ, গন্ধক ও তুঁতে সমভাগ, তাত্র চতুর্থাংশ, যুক্তার ঝিনুক ভস্ম সকলের অর্দ্ধাংশ, রসসিন্দুর সকলের সমান, জয়পাল সকলের দ্বিগুণ, পিপুল পঞ্চমাংশ ক্রমশঃ খল করিয়া সীজের দুগ্ধে একুশ বার, গোমুত্রে সাত বার, পুনর্নবা ও সোনার কাথে তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

সর্বোদরে—পাণ্ডুপত বটী ॥৪॥

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ ও লৌহ প্রত্যেকে সমভাগ, স্বর্ণমাক্তিক ও কঙ্কুষ্ঠ দ্বিগুণ, তাত্র, ভেলা অর্দ্ধাংশ, যবক্ষার, মৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, মরিচ ও পিপুল প্রত্যেকে সকলের সমানাংশ ক্রমশঃ খল করিয়া, যুতার রস, চিতার রস ও আদার রসে সাত বার, পিপুলমূল, হরীতকী, আমলকী ও

বহেড়া প্রত্যেকের কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া  
মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

শ্রীহারোগে ॥৪৩॥

১। ইন্দুমতি ।

কড়িভস্ম, গন্ধক, পারদ, হিঙ্, স্বর্ণ, রৌপ্য ও যুক্ত  
প্রত্যেকে সমভাগ, মোহাগার খই, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র,  
লৌহ ও শিলাজতু প্রত্যেকে অর্দ্ধভাগ, যবক্ষার, সৈন্ধব  
লবণ, বিট্লবণ, সাচিক্ষার, সামুদ্রলবণ, অণামার্গ ক্ষার,  
তৈতুলেরখোলা ভস্ম প্রত্যেকে চতুর্থাংশের এক অংশ  
একত্রে মিশ্রিত করিয়া স্নাতকুমারীর রস, স্নাতার রস, শি-  
ম্বলের রস, ছাগদুগ্ধ, কুম্বাণ্ডের ডাঁটার রস, জম্বীরনেবুর  
রস ইহাদের প্রত্যেকের তিন তিন বার, শুঁঠ, পিপুল,  
মরিচ, সাদাজীরা, কালজীরা, গজপিপ্পলী, পুরাতন  
তৈতুল ও তালজটা ইহাদের কাথে প্রত্যেকের তিন তিন  
বার ভাবনা দিয়া যুগ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে ।

শোথরোগে ॥৪৪॥

১। দৈশানী ।

স্বর্ণ, তাম্র, হিঙ্, লৌহ, বঙ্গ ও গন্ধক সমভাগ, স্বর্ণ-  
মাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, গৈরিক, স্ফাটিক, বিট্লবণ,  
সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার ও সাচিক্ষার প্রত্যেকে দ্বিগুণ, রস-  
সিন্দুর সকলের সমান, শুঁঠ ভস্ম সমানের পঞ্চমাংশ, মূল্য  
ভস্ম, জায়ফল, লবঙ্গ, সুপাড়ী ভস্ম, বিড়ঙ্গ ও পিপুলমূল  
প্রত্যেকে সমানের তৃতীয়াংশ, গোমূত্র, আকন্দের আটা,  
স্নাতার রস ও স্নাত প্রত্যেকে তিন তিন বার, শুঁঠ, পিপুল,  
মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আশাণ্ড, দস্তী,

কটকী, শ্বেতপুনর্নবা, চিতা, তেউড়ী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, যক্ষিমধু, আতইচ ও পলাশ প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

অৰ্দ্ধদ রোগে ॥৪৫॥

১। উমামুন্দরী ।

পার্লা ও গন্ধক সমভাগ, পিপুল চতুর্গুণ, পানের রস, নটেশাকের রস, পুনর্নবার রস ও গোমূত্র প্রত্যেকের এক বিংশতি বার ও মধু দিয়া এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

শ্লীপদ রোগে ॥৪৬॥

১। ঋষীশ্বর যোগ ।

পার্লা, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ, হরিতাল ও তুঁতে ষোড়শাংশ, শঙ্খ, কড়িভস্ম ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকের সমানাংশের অর্দ্ধাংশ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, বচ ও ছোটএলাচ প্রত্যেকে সকলের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ ক্রমশঃ খল করিয়া বেলপাতার রসে তিন বার, শ্বেতপুনর্নবা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, শঠী ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মুদ্রা প্রমাণ বটী করিবে ।

ভগন্দর রোগে ॥৪৭॥

১। ভগবতী ।

পার্লা, গন্ধক ও তামা সমভাগ, লৌহ দ্বিগুণ, সকলের সমান স্বর্ণমাক্ষিক একত্রে খল করিয়া কাগজী নেবুর রসে সাত বার ও স্নতকুমারীর রসে এক বিংশতি বার ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

## কুষ্ঠ রোগে ॥৪৮॥

### ১। কুষ্ঠানল যোগ ।

পারাগন্ধক, লৌহ ও স্বর্ণ সমভাগ, শিলাজতু চতুগুণ, পলাশভস্ম, ভেলার আঠা, শঙ্খভস্ম, মৈন্ধবলণ ও রস-সিন্দুর সকলের সমান ক্রমশঃ খল করিয়া পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ ও খদির চূর্ণ সমানের তৃতীয়াংশ মিশাইয়া ছাগ-হৃৎ, গোমুত্র, ভৃঙ্গরাজের রস, পানের রস, জম্বীর নেবুর রস ও যুতকুমারীর সাঁস ইহাদের প্রত্যেকের সাত বার, আকন্দ্রের আঠা, সীজের আঠা, মহিষ ঘৃত ও সজিনাপাতার রস প্রত্যেকের তিন বার, নিমপাতার রস, নিমের ফুলের রস, নিমের ফলের রস, নিমের ছালের রস প্রত্যেকের পাঁচ বার, নিমেরমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পুনর্নবা, ধনে, দ্রাক্ষা ও নীলঝিটী ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

## অল্পপিত্ত রোগে ॥৪৯॥

### ১। মেহাদ্রি ।

পারাগন্ধক, মণ্ডুর ও অভ্র প্রত্যেকে সমভাগ, স্বর্ণ-মাক্ষিক, রৌপ্য, প্রবাল ও তাম্র ষোড়শাংশ, পিপুল, মরিচ, বচ, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাচ ও তেজপাতা সকলের সমান, ভৃঙ্গরাজের রস, আদার রস, তালমুলীর রস, শতমুলীর রস, মুতার রস ও চিতার রস ইহাদের প্রত্যেকের কাথে পাঁচ বার, পিপুলমূল, শুল্কা, অপামার্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুঁঠ, চই, যোয়ান, সাদাজোরা ও কাল-জীরা প্রত্যেকের কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

বিসর্প ও বিস্ফোট রোগে ॥৫০॥

১। ত্রিশূলৈতরবী ।

পারা, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ, অত্র ও রসসিন্দুর দ্বিগুণ, তেজপাতা, বড়এলাচ ও দারুচিনি সকলের সমান ক্রমশঃ খল করিয়া গুড়ুচীর রস, নিমপাতার রস, নিসিন্দাপাতার রস ইহাদের প্রত্যেকের সাত বার, খয়ের কাঠ, ছাতিয়ানমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, বাকস, অনন্তমূল ও চিরতা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে ।

মম্বরিকা রোগে ॥৫১॥

১। শীতলেশ্বরী ।

পারদ ও রুদ্রাক্ষ সমভাগ পিপুল, আমলকী ও দ্বিগুণ গুলঞ্চের রসে সাত বার, দ্রাক্ষা, রাস্না, মধুয়া, ধনে, নাগরমুতা ও খস ইহাদের প্রত্যেকে কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

ক্ষুদ্র রোগে ॥৫২॥

১। জয়াবতী ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র ও শিলাজতু প্রত্যেকে সমভাগ, স্বর্ণ, স্বর্ণমাশ্বিক, রৌপ্য ও পিত্তল অর্দ্ধাংশ । বংশলোচন ও মৈন্ধব লবণ সকলের সমান, গুলঞ্চের রস, আমলকীর রস, পলতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস, মধু ইহাদের প্রত্যেকের কাথে পাঁচ বার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, খয়ের কাঠ, মঞ্জিষ্ঠা, শুঁঠ ও মরিচ প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ও গোমূত্রে সাত বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

## ঔষধ প্রকরণ ।

২১

মুখ রোগে ॥৫৩॥

১। টুন্টুকী ।

স্বর্ণ, গন্ধক, শিলাজতু ও মনঃশিলা সমভাগ, রসসি-  
ন্দুর দ্বিগুণ, ক্রমশঃ খল করিয়া গুলঞ্চের রস, কুম্ভীরের  
রস, জাতিপত্রের রস, নিমপাতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস,  
পটোলের রস ইহাদের প্রত্যেকের তিন বার, গোমূত্রে  
সাত বার, বিটলবর্ণ ও সৈন্ধবলবণের জলে দুই বার  
মৌফুল, শাল্মলীমূল, দ্রাক্ষা, ধনে, চিরতা, অশ্বগন্ধা ইহা-  
দের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া যুগ  
প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

কর্ণ রোগে ॥৫৪॥

১। ধানেশ্বর টিকা ।

গন্ধক, মোহাঙ্গা ও কড়িতম্ব প্রত্যেকে সমভাগ,  
বিড়ঙ্গ, শুঁঠ দ্বিগুণ ক্রমশঃ খল করিয়া বাকস পাতার রসে  
সাত বার, অনন্তমূল, নাগতম্বুতা, কেললতা ও শুল্লা  
ইহাদের কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ  
বটী প্রস্তুত করিবে ।

নাসারোগে ॥৫৫॥

১। মদনমোহন বটী ।

পার্ল, গন্ধক ও মোহাঙ্গা সমভাগ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ,  
জৈত্রী, দারুচিনি ও ছোটএলাচ প্রত্যেকে দ্বিগুণ, ক্রমশঃ  
খল করিয়া বাকস পাতার রসে সাত বার, কেললতা,  
অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও নাগরম্বুতা ইহাদের  
প্রত্যেকের কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া যুদ্ধ প্রমাণ  
বটী প্রস্তুত করিবে ।

## রসরত্নেশ্বর ।

নেত্র রোগে ॥৫৬॥

১। ত্রিনয়নী ।

পার্রা, গন্ধক, স্বর্ণ ও লৌহ প্রত্যেকে সমভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক দ্বিগুণ, পিপুলমূল, বড় এলাচ, শুঁঠ বচ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেকে সমানের অর্দ্ধাংশ ক্রমশঃ খল করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে তিন বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, পুনর্নবা, দেবদারু, শঠী, রক্তচন্দন, কণ্টকারী, পদ্মকাস্ত ও দ্রাক্ষা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার, স্নাত ও মধুতে দুই বার ভাবনা দিয়া মুক্তা প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

শিরোরোগে ॥৫৭॥

১। গঙ্গাধর যোগ ।

পার্রা, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেকে সমভাগ, রসসিন্দূর দ্বিগুণ, তাম্র ও বিষ ষোড়শংশ, শুঁঠ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপুলমূল, ধুস্তুরবীজ ও সিদ্ধিরবীজ প্রত্যেকে সমানের চতুর্থাংশ, আদার রস, সীজের আঠা ও গুল-ফের রসে সাত বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টি-মধু, কণ্টকারী, রুহতী, শালপানি, চাকুলে, গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে ।

প্রদর রোগে ॥৫৮॥

১। শ্রীরামসুন্দর বটী ।

লৌহ, অভ্র, রৌপ্য, গৈরিক ও বঙ্গ প্রত্যেকে এক ভাগ, বংশলোচন, পঞ্চলবণ ও খদির প্রত্যেকে দুই ভাগ, হরিতাল, শঙ্খ ও কপর্দক প্রত্যেকে চতুর্থাংশ, স্ফাটিকা

অর্দ্ধ ভাগ, শুঁঠ, পিপুলেরদানা, বিড়ঙ্গ, মরিচ, ছোট-  
এলাচ ও লবঙ্গ প্রত্যেকে তিন ভাগ, স্নতকুমারির রস,  
আকন্দ পাতার রস ও মধু দিয়া তিন বার, ত্রিকলার  
কাথে সাত বার, চই, কুড়, শঠী, দেবদারু, হরিদ্রা,  
কাকড়াশৃঙ্গী, ধনে, তালীশপত্র, জীরা, কালজীরা ও খেজুর  
ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া  
মরিচ প্রমাণ বটী করিবে ।

যোনিব্যাপদ রোগে ॥৫৯॥

১। বজ্রযোগিনী রস ।

স্বর্ণ, পারদ ও রৌপ্য সমভাগ, সৈন্ধবলবণ দ্বিগুণ,  
যবক্ষার সমানের তৃতীয়াংশ, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক  
সমানের চতুর্থাংশ, বচ, পিপুল, পুরাতন গুড়, মরিচ ও  
চিনি প্রত্যেকে সমানের চতুর্থাংশ, গুলঞ্চের রস, বজ্র-  
ডুমুরের রস, নিমপাতার রস, ছাগছক্ষ, মধু, মালতীফুলের  
রস ও দুর্বার রস প্রত্যেকের এক বার, বনযবানী, চিতা-  
মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দস্তী, রহতী, কুড়, দেব-  
দারু, বট, বজ্রডুমুর, পাকুড়, শ্যামালতা, হরিদ্রা, ও দারু-  
হরিদ্রা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে দুই দুই বার ভাবনা  
দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

শ্রুতিকা রোগে ॥৬০॥

১। ললাটেশ্বরী ।

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মনঃশিলা ও রসাক্ষন  
প্রত্যেকে সমভাগ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও যবক্ষার দ্বিগুণ,  
মোহাঙ্গা ষষ্ঠাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল,  
লবঙ্গ, ছোটএলাচ ও কপূর প্রত্যেকে দ্বিগুণ, জম্বীরনেবুর



রস, নিসিদ্ধাপাতার রস, শতমূলীর রস, বাকসপাতার রস ও পানের রস প্রত্যেকের তিন বার, হরীতকী, আম-লকী, বহেড়া, ধাইফুল, কুড়চী, ইন্দ্রযব, কাকড়াশৃঙ্গী, আতইচ, জোয়ান, দারুচিনি, যষ্টিমধু ও পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার, ছাগডুখে পাঁচ বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

বালরোগে ॥৩১॥

১। পরমার্থ চিন্তামণি ।

পারাগন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক সমভাগ ক্রমশঃ খল করিয়া পানের রস, ভৃঙ্গরাজ, নিসিদ্ধাপাতার রস ও শ্বেত অপরাজিতার রস প্রত্যেকের তিন তিন বার ও পুনর্নবার কাথে সাত বার ভাবনা দিয়া মরিচা মত বটী প্রস্তুত করিবে ।

বিষ রোগে ॥৩২॥

১। হলাহল যোগ ।

লৌহ, স্বর্ণ, অন্ন, হরিতাল, সোরাষ্ট্র মৃত্তিকা, তুঁতে ও সোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ, মনঃশিলা, হরিতাল ও হিরাকস ষোড়শাংশ, গৈরিক, শঙ্খভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক প্রত্যেকে সমানের অষ্টমাংশ, জৈত্রী দ্বিগুণ, হরিদ্রা, ইন্দ্রবারুণী, রুহতী, দাড়িম ও অপামার্গ ইহাদের প্রত্যেকের কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

রসায়নে ॥৩৩॥

১। প্রেমানন্দী ।

পারাগন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ সমভাগ, স্বর্ণ-

মাকিক, অম্র, কপূর ও বঙ্গ অর্দ্ধাংশ, শিলাজতু ও রস-  
সিন্দুর সকলের সমান, তালমাখনা, জায়ফল, লবঙ্গ,  
ছোটএলাচ, মোচরস প্রত্যেকে সমভাগ ক্রমশঃ খল  
করিয়া শতমূলীর রস, ভূমিকুশ্মাণ্ডের রস, বক পুষ্পের  
রস, ইক্ষুরস, কদলীমূলের রস, মালতীকুলের রস, গুল-  
ঞ্চের রস, মুতার রস প্রত্যেকে তিন তিন বার, সাদাজীরা,  
যোয়ান, বিড়ঙ্গ, তালমূলী ইহাদের প্রত্যেকের কাথে  
সাত সাত বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত  
করিবে ।

স্বর্ণনিবারণে ॥৩৪॥

১। ভোলানাথী ।

পার্না, গন্ধক, রুদ্রাক্ষ, প্রবাল, স্বর্ণ ও মকরদ্বন্দ্ব  
প্রত্যেকে সমভাগ, গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, আদা প্রত্যেকের  
তিন তিন বার ভাবনা দিবে, মধু অনুপানে এক যুগ  
পরিমিত সেবনীয়, ইহাতে সন্নিপাত ও বন্ধাদি জনিত  
এবং সর্দি গরমী হইয়া বিন্দু বিন্দু বা অতিরিক্ত শ্বেদ  
নিবারণ হয় । স্বর্ণরোগের অত্যাৎকৃষ্ট ঔষধ । ভৃগুনির  
কৃত ।

বাজীকরণে ॥৩৫॥

১। কামরত্ন ।

পার্না, গন্ধক, অম্র ও স্বর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ, কপূর ও  
বঙ্গ দ্বিগুণ, বংশলোচন অষ্টগুণ, ছোটএলাচ, দারুচিনি,  
জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, শৈলজ, যোয়ান,  
নাগকেশর, পিপুলের দানা ও মরিচ প্রত্যেকে অর্দ্ধাংশ  
ক্রমশঃ খল করিয়া ভূমিকুশ্মাণ্ডের রস, মুতার রস, শত-

মূলীর রস, মহিষদুহু ও মধু প্রত্যেকের তিন তিন বার, গোক্ষুর চাকুলে, ধনে, দ্রোণা, আলকুশী বীজ, কুলেখাঁড়া বীজ, সিদ্ধি, তেজপাতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, অম্বগন্ধা, দস্তী, চই, গেঁঠেলা, গুল্ফা, মোরী, যষ্টিমধু, দেবদারু, রক্তচন্দন প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

স্তম্ভনে ॥৬৬॥

১। প্রাণতোষিণী ।

স্বর্ণ ও আকিম সমভাগ, অম্বগন্ধা, তালমাধনা, শতা-  
বরী, ভূমিকুয়াণ্ড, নাগেশ্বর, শিমুলমূলের সাস প্রত্যেকে  
ত্রিগুণ সিদ্ধিপাতার রসে এক বিংশতি বার ভাবনা দিয়া  
কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

অজীর্ণে ॥৬৭॥

১। বড়বানল রস ।

পারাগন্ধক, লৌহ ও তৈলুলাল ভস্ম প্রত্যেকে সম-  
ভাগ, তাঁকা, বিষ ও যবক্ষার চতুর্থাংশ, মাচিকার ও মোব-  
চ্চল লবণ ত্রিগুণ, হিঙ্‌ ঘোড়াশাংশ, শুঁঠ, গিপুল, মরিচ,  
জায়কল, জৈত্রী, লবঙ্গ ফুল, অপামার্গ ক্ষার প্রত্যেকে  
ত্রিগুণ, জঙ্ঘীরনেবুর রস, কাগজীনেবুর রস, আদার রস  
ও চিতার রস প্রত্যেকে সাত বার, কণ্টকারী, দস্তী,  
তেজপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যোয়ান, সাদাজীরা,  
কালজীরা ইহাদের প্রত্যেকের কাথে তিন তিন বার  
ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে ।

বিস্মৃচিকা রোগে ॥৬৮॥

১। প্রাণেশ্বর বটী ।

পারাগন্ধক ও মোহাঙ্গা সমভাগ, বিষ চতুর্থাংশ,

কিড়ি ভস্ম ও শঙ্খ ভস্ম চতুর্গুণ, মরিচ সকলের সমান, কাগজীনেবু ও জম্বীরবের রসে এক বিংশতি বার ভাবনা দিয়া কুঁচ পরিমাণ বটী করিবে ।

কামলারোগে ॥৩৯॥

১। সুধাকর বটী ।

মণ্ডুর, অত্র ও শিলাজতু সমভাগ, লৌহ অর্দ্ধ ভাগ, হিঙ্গুল, রোপ্যমল ও স্বর্ণমাক্ষিক লৌহের চতুর্থাংশ, বহেড়ার শাঁস, পিপুলের দানা, চিনি ও মরিচ সকলের সমান, হরীতকী, আমলকী, হরিত্রা, পিপুলমূল, চৈ ও চিত্তা ইহাদের কাথে দুই বার, পলতার রসে এক বার, দেবদারু, দারুহরিত্রা, গজপিপ্পলী ও বেড়েলার কাথে এক বার, আদার রসে দুই বার এবং মধুতে এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে ।

পাণ্ডুশোথে ॥৪০॥

১। শরচ্ছন্দোদয় ।

পারি, গন্ধক, তাম্র, লৌহ ও অত্র সমভাগ মণ্ডুর দ্বিগুণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, বংশলোচন প্রত্যেকে লৌহের দ্বিগুণ, গোমূত্রে সাত বার, ইন্দ্রযব, কটকী, মানমূল, বচ, বেদদারু, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, দস্তী, কালজীরা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ী ইহাদের প্রত্যেকের কাথে তিন বার এবং মূতার রসে দুই বার খল করিয়া মুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

হলীমক রোগে ॥৪১॥

১। যমদগ্নি রস ।

পারদ, গন্ধক ও লৌহ সমভাগ, হিঙ্ ও তাম্র বোড়-

শাংশ, কড়িভস্ম অঙ্কাংশ, ভূঁতে অষ্টমাংশ, যবক্ষার ও সোহাগার খই পঞ্চমাংশ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মৌদাল ও তেউড়ী ইহাদের কাথে সাত বার, ছাগদুগ্ধে তিন বার ভাবনা দিয়া মরিচের মত বটী প্রস্তুত করিবে ।

পরিণাম শূলে ॥৭২॥

১। যজ্ঞেশ্বর বটী ।

শঙ্খভস্ম, যবক্ষার, তাত্র ও সোহাগা প্রত্যেকে সম-  
ভাগ, জায়ফল, সৈন্ধবলবণ, বিটুলবণ, সামুদ্রলবণ, শুঁঠ,  
পিপুল ও মরিচ চতুর্গুণ, মূতার রস, গুলঞ্চের রস, কাগজী-  
নেবুর রস ইহাদের রসে তিন বার, ঘোয়ান ও শুল্কার  
কাথে এক বার ভাবনা দিয়া চতুর্থাংশ হিঙ্ মিশ্রিত  
করত মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

যক্লৎ রোগে ॥৭৩॥

১। প্রভাবতী বটী ।

হুগচর্ম ভস্ম, লৌহ, কড়িভস্ম, যবক্ষার ও সোহাগা  
প্রত্যেকে সমভাগ, তাত্র ও ভূঁতে অঙ্কাংশ, হিঙ্ অষ্ট-  
মাংশ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুশ্মাণ্ডের ডাঁটা ভস্ম, অপা-  
মার্গের ক্ষার, তেঁতুলের খোলা ভস্ম প্রত্যেকে সমানের  
অঙ্কাংশ, গুলঞ্চের রস, মূতার রস, ঘৃতকুমারীর সাঁস,  
চিতার রস, আকন্দফুলের রস ইহাদের প্রত্যেকের তিন  
তিন বার, শিমূলছাল, ঘোয়ান, লবঙ্গ, তালজটা, শিমূল  
মূলের ছাল ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার  
ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী করিবে ।

শূল্য শ্লীহা রোগে ॥৭৪॥

১। মোরেশ্বর বটী ।

নারায়ণ, সৈন্ধবলবণ ও গন্ধক সমভাগ পুট পাকে ভস্ম করিয়া, শুঁঠ, মরিচ, সৌবর্জল লবণ চতুর্থাংশ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রস, ভৃঙ্গরাজের রস, সীজের আঠা, গোমূত্র, ছাগদুগ্ধ, পানের রস, আকন্দপাতার রস প্রত্যেকের তিন তিন বার, জয়পাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যোয়ান, সাদাজীরা, কালজীরা, পলতা, অপা-  
মার্গ ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া যুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

অগ্ন্যাস রোগে ॥৭৫॥

১। ধনঞ্জয় বটী ।

স্বর্ণ, যুক্তা, লৌহ ও যুগচর্ম ভস্ম সমভাগ, কড়িভস্ম, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, যবক্ষার প্রত্যেকে দ্বিগুণ, হিঙ্ সমানের ষোড়শাংশ, পিপুল, শুঁঠ ও মরিচ প্রত্যেকে সমানের তৃতীয়াংশ, বিড়ঙ্গ চতুর্থাংশ, ঘৃতকুমারীর রস ও যুতার রসে সাত সাত বার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতা প্রত্যেকের কাথে তিন তিন বার, মধু ও গুড়ের রসে এক এক বার ভাবনা দিয়া মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

ব্রশ্ম রোগে ॥৭৬॥

( অর্থাৎ কুঁচকি হইলে । )

১। ভরদ্বাজ বটী ।

পঞ্চলবণ ও যবক্ষার প্রত্যেকে সমভাগ, শুঁঠ, পিপুল, পিপুলমূল, চই ও বনযবানী প্রত্যেকে অর্দ্ধাংশ, সজি-

নার ছালের রস, চিতার রস, বেলপাতার রস, গুলঞ্চের রস প্রত্যেকের তিন তিন বার, ভেলার আঠা, কয়েদ-বেল, মৌদাল, রুহতী, কণ্টকারী, নাটাকরঞ্জ, চই ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক এক বার ভাবনা দিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

কোষ বৃদ্ধি রোগে ॥৭৭॥

১। অগ্নিবেষ কৃত রস ।

সৈন্ধবলবণ, লৌহ, বংশলোচন প্রত্যেকে সমভাগ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ সকলের সমান, চই, বেলপাতা, মৌদাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, অনন্তমূল, চিরতা, গুলঞ্চ, মুতা ও যোয়ান ইহাদের প্রত্যেকের এক এক বার ভাবনা দিয়া যুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

উপদংশ রোগে ॥৭৮॥

১। ভৃঙ্গরাজ বটী ।

গন্ধক, তুঁতে ও হিরাকস সমভাগ, খয়ের সকলের সমান, মুতার রস, গুলঞ্চের রস, পলতার রস, কেল-লতার রস, নিমপাতার রস, বাকসপাতার রস ইহাদের প্রত্যেকের সাত সাত বার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরতা, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া যুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ।

২। কপূর রস ।

শোধিত পারদ উহার সমভাগ গৈরিক, ইঁট, খড়ি, ফট্‌কিরি, সৈন্ধবলবণ, উইয়ের মাটি, ক্ষারলবণ ও লাল মাটি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বোতলে পুরিয়া বস্ত্র মুক্তিকার

লেপ দিয়া চার দিন দিবারাত্র জ্বাল দিলে রসকপূর সিদ্ধ হয় । বোতলের উপরিভাগে শ্বেত বর্ণ কপূরের ন্যায় পদার্থ গ্রহণ করিবে । উহা অনুপান বিশেষে সেবনে অগ্নিদীপ্ত, বিপুল বল, পুষ্ট ও বীৰ্য্য বৃদ্ধি হয় । গরমী রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

সর্বব্যাদি বিনাশকে ॥৭৯॥

১। সিন্দুর রস ।

বিশুদ্ধ পারদ চার ভাগ ও দুই ভাগ শোধিত গন্ধক একত্রে খল করত কজ্জলী করিয়া কঠিন বোতলের মধ্যে পুরিয়া চার দিন কঠিন জ্বাল দিলে বোতলের উপরিভাগে উৎথিত সিন্দুরের ন্যায় রস গ্রহণ করিবে । অনুপান বিশেষে সমস্ত রোগে উপকার দর্শে ।

২। স্বর্ণসিন্দুর রস ।

শোধিত পারা আট তোলা, শোধিত সুবর্ণ এক তোলা একত্রে খল করিবে । পরে দস্ত খড়িকার রসে তদনন্তর রক্তকার্পাস ফুলের রসে খল করিয়া দেড় তোলা গন্ধক দিয়া কজ্জলী করত পূর্বোক্ত প্রকারে বোতলে পুরিয়া জ্বাল দিলে স্বর্ণসিন্দুর রস প্রস্তুত হয় ।

৩। ষড়গুণ বলি জারিত রসসিন্দুর ।

রসসিন্দুরের সমান গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ক্রমশঃ ছয় বার জ্বাল দিলে প্রস্তুত হয়, অধিক গুণ প্রদায়ক ।

মেধাবদ্ধকে ॥৮০॥

১। সেকন্দর গুটী ।

স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক ও অম্র সমভাগ, শতযুলী, বড়এলাচ, কালজীরা ও ঘোয়ান দ্বিগুণ একত্রে



খল করিয়া গুলঞ্চের রস, যুতার রস, শতমূলীর রস  
প্রত্যেকের তিন বার, ভূমিকুশ্মাণ্ডের রসে সাত বার  
এবং হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার কাথে এক বার  
ভাবনা দিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটী করিবে ।

হিক্কা রোগে ॥৮১॥

১। যোগরাজ বটী ।

পারা ও গন্ধক সমভাগ, মোহাগার খই, মনঃশিলা,  
অত্র, স্বর্ণ, লৌহ, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে অষ্টাংশ,  
শুঠ, পিপুল, মরিচ, কুলের আঁটির সাঁস প্রত্যেকে  
চতুর্থাংশ একত্রে মিশ্রিত করিয়া আমলকী, বিড়ঙ্গ, কুড়,  
কাকড়াশৃঙ্গী, বহেড়া, জটামাংসী, বামনহাটী ইহাদের  
কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া মাষকলায় প্রমাণ  
বটী করত মধু দিয়া লেহনে হিক্কার উপশম হয় ।

ভ্রম রোগে ॥৮২॥

১। ভবতারিণী রস ।

স্বর্ণ, রৌপ্য, পারা, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু  
প্রত্যেকে সমভাগ, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতাবরী, ছোট  
এলাচ, নাগকেশর, আমলকী ইহাদের কাথে তিন বার,  
ভূমিকুশ্মাণ্ডের রসে একুশ বার ভাবনা দিয়া দুই কুঁচ  
পরিমিত বটী করিবে ।

ধ্বজভঙ্গ ॥৮৩॥

১। কামেশ্বর রস ।

পারা, গন্ধক, লৌহ সমভাগ, স্বর্ণ, কপূর, রৌপ্য,  
অত্র, জায়ফল ও জৈত্রী অষ্ট ভাগ, সমুদায়ের সমান  
রসসিন্দুর, পারার অষ্টমাংশ যুগনাভি, লবঙ্গ, কালজীরা,

বচ, নাগকেশর, জ্বাক্ষা, আলকুশী বীজ, গোক্ষুর বীজ, সিদ্ধি বীজ, ছোটএলাচ, দারুচিনি প্রত্যেকে তিন ভাগের এক ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া শতমূলীর রস, ধুতুরা, পান, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ও শিমুলের রসে একবিংশতি বার, তালমূলী, তেজপাতা, বেড়েলী, কুলেখাঁড়া, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, বেণারমূল, মূতা, রক্ত-চন্দন ইহাদের কাথে পাঁচ বার, কঁাকলা, শৈলজ, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু, লাক্ষা, ধাইফুল ইহাদের কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া দুই কুঁচ পরিমিত বটী করিবে ।

রজোনিঃসারকে ॥৮৪॥

১। ঘণ্টাইর্ণ যোগ ।

হিরাকস ও সোহাগ সমুদ্রাগ, মুসব্বর দ্বিগুণ, কুকুম ও হিঙুল একাংশ, পেপের বীজ সকলের সমান নিমিস্কা ও উল্টকম্বলের রসে সাত বার, চিতার রসে দুই বার ও গাঁজার বীজের কাথে এক বার ভাবনা দিয়া এক কুঁচ পরিমিত বটী করিবে । ছাগদুগ্ধ, গাভিদুগ্ধ, নিমিস্কার রস বা উল্টকম্বলের রস সহ সেবনীয় ।

কাস ও অজীর্ণ সংযুক্ত কুইনাইনের

আটকান জ্বরে ॥৮৫॥

১। করুণাময় রস ।

মহত্ব পুট লৌহ, হিঙ্গুলোথিত সম্যক্ শোধিত মুখ বিশিষ্ট পারদ ও চক্রপাণি দত্ত মতে শোধিত গন্ধক সম-ভাগ, শোধিত সুবর্ণ পত্র লৌহের চার ভাগের এক ভাগ, শোধিত অহিহ্র মুক্তা বিনা জারিত স্বর্ণের অর্দ্ধাংশ, প্রবাল ষোড়শাংশ, রসসিন্দুর লৌহের দ্বিগুণ, বংশলো-

## রসরত্নেশ্বর ।

চন, পিপুলের দানা, পঞ্চলবণ, কড়িতম্ব, কপূর প্রত্যেকে লোহের চার ভাগের তিন ভাগ যথাবিধানে মিশ্রিত করিয়া আদার রসে এক বার, যুতার রসে দুই বার, স্নাত কুমারীর শাঁসে এক বার ও জয়ন্তী পাতার রসে এক বার খলকরত যুগ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে । অম্বুপান সকালে গুলঞ্চের রস মধু, বৈকালে যুতার রস মধু ।

শলয়, মেধা ও বলবদ্ধনে ॥৮৬॥

১। প্রণদা বটী ।

মুক্তা, স্বর্ণমাকিক, অত্র, লৌহ সমভাগ, স্বর্ণচতুর্থাংশ, মোচরস, গোকুর, অম্বগন্ধা, নাগকেশর লবঙ্গের সমান, বংশলোচন, শিলাকঙ্কু, রোপ্য ও স্লেপ্যমাকিক, মুক্তার দ্বিগুণ, ~~ভুনিম্বফলের রস~~, শিমূলমূলের ছালের রস, যুতার রস, গুলঞ্চের রস ও শতমূলার রস ~~মুচ~~ পাঁচ বার, তালমূলী, বেড়েলা, প্রিয়ঙ্গু, হলীতকী, আমলকী, বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের কাথে তিন তিন বার অনন্ত মূল ও আত্মকেশির কাথে এক বার ভাবনা দিয়া ঋষিচ প্রমাণ বটী করিবে ।

নাড়ীকীর্ণে ॥৮৭॥

ভীষ্মরস ।

মুক্তা, গৈরিক, জায়কল ও প্রবাল সমভাগ, স্বর্ণ চতুর্থাংশ, স্বর্ণমাকিক মুক্তার দ্বিগুণ, বংশলোচন প্রবালমদির তৃতীয়াংশ মধুতে পিষিয়া ঋষিচ প্রমাণ বটী করিবে ।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসরত্নেশ্বর

সমাপ্ত ।





